চার্বাকচর্চার অধ্যাসমুক্তি

অভীক বন্দ্যোপাধ্যায়

অবশেষে পাওয়া গেল। দীর্ঘ পনেরো বছরেরও অধিককাল ধরে অবিরাম গবেষণার মধ্যে দিয়ে দুটি ভাষায় লেখা দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থ। ইংংরাজি ভাষ্য সাহিত্যের যশস্বী অধ্যাপক ও গবেষক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ভারতীয় দর্শনের বহু নিন্দিত, বহু সমালোচিত, বহু আক্রমণের শিকার চার্বাক দর্শনের আলোচনার নতুন পথ খুলে দিলেন। গর্বের সঙ্গে একথা প্রায়শই বলতে শুনি যে পূর্বপক্ষকে সঠিক মর্যাদায় উপস্থিত করাটা ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন বস্তুবাদী দর্শন বোধহয় এর প্রতিবাদ বলেই মনে হয়। রামকৃষ্ণ সাপটে বলেছেন, ''শুধু ঈশ্বর নয়, পরকাল, পরজন্ম আর বেদপ্রামাণ্যকে অস্বীকার করার মধ্যে সাহস ও স্বচ্ছবুদ্ধির যে - মিলন দেখা যায়, শুধু ভারতে নয়, আঠারো শতকের দীপায়ন (এনলাইটেনমেন্ট) -এর আগে বিশ্বদর্শনের ইতিহাসে তার আর কোনো নজির নেই।'' (৬৯)

বাংলা বইতে তেত্রিশটি এবং ইংরাজি গ্রন্থে তেইশটি প্রবন্ধ আছে। বাংলা গ্রন্থের অনেক- গুলি প্রবন্ধ (ব্যতিক্রম আছে) সৃজনশীলভাবে রূপান্তরিত হয়ে ইংরাজি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। চার্বাক দর্শনের যথার্থ গুরুত্ব এই যে দর্শনচর্চার ঐতিহ্য - অনুমোদিত দিকটি মান্য করা হয়নি। দর্শন পড়লে মোক্ষলাভ হবে— এমন কথা তাঁরা মানতে রাজি হননি, বরং মোক্ষের ধারণাটিকে নাস্যাৎ করে দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ লিখেছেন, ''এর মধ্যে এক অসমসাহসিক বীরত্ব আছে যা বুঝতে বিপ্লবী মনোভাব লাগে। সে মনোভাব যাদের নেই চার্বাকদর্শন তাদের কাছে উৎপাদমাত্র।'' (৩-৪)

বিদগ্ধ শিক্ষক - শিক্ষিকারা শ্রেণী কক্ষে কিছুটা ব্যঙ্গ-কৌতুক মেশানো না-না-না বলে চার্বাক আলোচনা শেষ করেন। প্রত্যক্ষ ছাড়া প্রমাণ্য মানে না, বেদের কর্তৃত্ব তথা বেদ-প্রদর্শিত পথ ধরে অমর - আত্মা, স্বর্গ -নরক, ঈশ্বর কিছুই মানে না, ধর্ম ও মোক্ষের মতো পরম পুরুষার্থ স্বীকার করে না। তার মনে কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণ, জড় চতুষ্টয়, ভূতচৈতন্যবাদ, ইহলোকে অর্থ-কাম এবং স্বেচ্ছাচারী ও অনৈতিক ইন্দ্রিয়সুখ। কিন্তু এসব কথা যে লোকায়তগণ বলতেন তার প্রমাণ কোথায়? কোন্ গ্রন্থে, কোন্ সূত্রে তা বলা হয়েছে? সে সব গ্রন্থ ও সুত্রের হদিশ কোথায়? চার্বাক চিন্তার পূর্বেও কি এদেশে বাস্তববাদী ভাবনা ছিল না? সুকুমারী ভট্টাচার্য দেখিয়েছিলেন বেদে নাস্তিকতার প্রসঙ্গগুলো। আর রামকৃষ্ণ তোলপাড় করেছেন চার্বাক ছাপ লাগানো বহুকথিত ও বহুনিন্দিত কয়েকটি সূত্রের উৎস ও সঠিক ব্যাখ্যা যাতে চার্বাকের মূল বক্তব্যগুলোকে পুনর্গঠিত করা যায়। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, ইংরাজি, আরবী, ফারসিক ভাষায় লিখিত প্রাসঙ্গিক গ্রন্থগুলোর বক্তব্যকে নির্মোহভাবে উপস্থিত করে সেগুলির যথার্থতা বিচার করেছেন, মূল পাঠের বিকৃতিতে চিহ্নিত করেছেন, চার্বাক মতের ওপর নিজ মত আরোপ করে তাকে কলুষিত করার চেষ্টাকে সামনে এনেছেন। গবেষণায় লেখক যা পেয়েছেন তা অকপটে তুলে ধরেছেন, কোনো আপস করেননি এবং ভুল দেখিয়ে দিলে তা মানতে রাজি আছেন।

চার্বাক দর্শনের কথা উঠলেই আস্তিক্যবাদী (?) শিক্ষক - শিক্ষিকারা বলতে থাকেন ওরা নীতিহীন স্থূল, জীবনযাপন করে, 'ধার করে ঘি খায়' ইত্যাদি। যদিও তাঁদের পকেটে বা দম্ভ - থলিতে দেশি - বিদেশী ক্রেডিট কার্ড মহাসুখে বিরাজ করে। শ্রদ্ধেয় শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী তো এমন বলেছেন, ''যে চার্বাক ঋণ করিয়া সুখে জীবন যাপন করে, সে ঋণশোধ করিতে পারে না। কেননা সুখে জীবনযাপনে ঋণের টাকা শেষ হইয়া যায়।'' এরই পরিণতিতে চার্বাক চুরি ডাকাতিতে অংশ নেয়, কেননা তাদের কাছে পাপপূণ্য নেই। তবে কি ঋণজর্জর ভারতবর্ষ এবং তার ঋণগ্রাহী নাগরিকরা চার্বাকপাপে পাপিষ্ঠ হয়ে উঠেছে!

এতো গেল একভাবে দেখা, কিন্তু রামকৃষ্ণ আরও গভীরে গিয়ে বলেছেন, 'যাবজ্ জীবেৎ সুখং জীবেদ্ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' কথাটিকে নানা হাত ফেরতা করে, নানাভাবে বিকৃত করে, নিত্য নতুন ভঙ্গিতে গড়ে তুলে চার্বাকের ওপর চাপানো হয়েছে তাদের নীতিহীন প্রমাণ করার জন্য। ওটা আদৌ চার্বাকসূত্র নয়। তেমনি শ্রীশাস্ত্রী বলেছেন, চার্বাক পত্নীর নাকি ব্যভিচারের বিধি ছিল ক্ষণিক আনন্দ লাভের জন্য 'স্বদার পরদারেষু' পথ অবলম্বন করে। সত্যিই কি তাই? রামকৃষ্ণ কী বলেন এ ব্যাপারে পরের কোনো প্রবন্ধে জানব।

গ্রন্থদুটির পরতে পরতে মোড়া রয়েছে চার্বাকের তথাকথিত পরিচয়বাহী পারিভাষিক শব্দগুলোর সুলুক সন্ধান—নাস্তিকশিরোমণি, লোকায়ত, বার্হস্পত্য, ধর্মদ্রোহী, স্বভাববাদী, প্রাকৃতজনা, বরাক , ক্ষুদ্রতর্ক, heretic, atheism, seceptic, heterodoxy, naturalism, nihilism প্রভৃতি। উৎস বিচার না করে, প্রমাণ না দিয়ে, কেবলমাত্র তীব আক্রোশ থেকে যা কিছু অপছন্দের তাকে চার্বাক নামধারী এক কাল্পনিক শত্রুর ওপর আরোপ করা হয়েছে। এটাই বোধহয় চার্বাক - অধ্যাস। লেখক গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন তুলেছেন, ''বর্ণব্যবস্থা, পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি—অন্যান্য অনেক প্রাচীন সমাজের মতো এই ছিল ভারতীয় সমাজের ভিত। চার্বাকরা কি এই মূল জায়গাতেই ধাক্কা মেরেছিলেন, তার জন্যেই তাঁদের নীতিহীন বলে হাজির করা?'' (১৯৭)

রামকৃষ্ণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দায়ী করেন চার্বাককে তুলে ধরার জন্য। কারণ বিদ্যাসাগর নিজের উদ্যোগে সায়ণ-মাধব-এর 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' বইটি সম্পাদনা করেন এবং বাংলায় তর্জমার ব্যবস্থা করেন। লেখকের মতে, চার্বাকচর্চার ক্ষেত্রে 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ প্রথম অংশের বিবরণটুকু বাদে সবটাই অ-লোকায়ত উৎস থেকে পাওয়া অথবা নিজের মনগড়া। সায়ণ - মাধবের হাতে কোনো মূল চার্বাকসূত্র না থাকায় নিজের মতো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিন চার্বাকমতকে একই সঙ্গে অত্যন্ত খেলো জীবনদর্শন ও অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম তর্কশাস্ত্র হিসাবে হাজির করেছেন। ''দুটি শ্লোকের পাঠ ইচ্ছেমতো বিকৃত করে তিনি যে অন্যায় করেছেন তা ক্ষমার অযোগ্য।'' রামকৃষ্ণের বক্তব্য খণ্ডনের দায়িত্ব এসে পড়ে মাধবাচার্যের বক্তব্য সমর্থনকারীদের ওপর।

আচার্য শঙ্কর লোকায়তিকদের 'প্রাকৃতজনাঃ' অর্থাৎ অজ্ঞ, মূর্খলোক বলেছেন বটে কিন্তু তিনি চার্বাক মতকে বিকৃত

করেন নি বলেই লেখক মনে করেন। কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট অপরাধে অপরাধী— রামকৃষ্ণ প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।

অনেকদিন ধরেই এধরনের সহজ সমীকরণ চলে আসছে এদেশে —যদি কেউ বস্তুবাদী তাহলে জড়বাদী, তাহলে ইহবাদী, তাহলে ইন্দ্রিয়সুখবাদী, তাহলে ভোগলিপ্সাবাদী, তাহলে নীতিহীন, তাহলে নীচ কাজে নিয়োজিত নাস্তিক। রামকৃষ্ণ দেখাতে চান যে চার্বাক বস্তুবাদী বটে কিন্তু তথাকথিত ''ইহসুখবাদ কোনোদিন চার্বাকমতের অঙ্গ ছিল না। বরং যাঁরা নরকের পাশাপাশি পুণ্যবানদের জন্য স্বর্গর কল্পনা করেছিলেন তাঁদেরই খাঁটি হেডনিস্ট বলা উচিত। স্বর্গসুখ মানে হলো সবরকম দৈহিক কামনার পরিতৃতি।''

মাত্র কুড়িটা সূত্রকে রামকৃষ্ণ খাঁটি চার্বাক সূত্র বলেছেন, যার মধ্যে দিয়ে দার্শনিক বস্তুবাদের পাঁচটি মূল বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এগুলি হল— ভূতচৈতন্যবাদ, বেদ-অপ্রমাণ্যবাদ, অনাত্মাবাদ, পরলোকবিলোপবাদ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদ। তবে লেখকের নানা বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে বাস্তবজীবনচর্যার নীতিটি উঁকি দিয়ে গেছে— ''স্বর্গ - নরক দুই-ই বাতিল করে দিয়ে, ইন্দ্রিয়সুখ আর কৃচ্ছ্রসাধনের দুটি প্রান্তকেই চার্বাকরা খারিজ করে দিয়েছিলেন।'' (৬৭) মধ্যপথ বুদ্ধদেবকে সংঘমুখী করেছিল; মধ্যপন্থা আরিস্টটলকে নৈতিক উৎকর্ষর (moral virtue) সন্ধান দিয়েছিলেন। লেখক সঠিকভাবেই বলেছেন, ''সুখ বলতে একমাত্র ইন্দ্রিয়সুখই বোঝাবে —এমন তো কোনো কথা নেই'' (৬৫)। ইহলোকসর্বস্ব দর্শনের অবশ্যই ইহলোকবাদী নৈতিক-ভাবনা উপস্থিত থাকবে, সেকুলার নৈতিকতা গড়া যাবে চার্বাক দর্শনেরই অঙ্গ হিসেবে।

নির্বিঘ্নে নাতিদীর্ঘ গ্রন্থ দুটির রচনা ও প্রকাশনা সম্পন্ন হয়েছে। পাঠকের সুবিধা হতো যদি গ্রন্থ দুটিতে নিঘন্ট/Index থাকত। দীর্ঘ রচনাপঞ্জি এবং প্রতিটি প্রবন্ধের সঙ্গে যুক্ত বিস্তৃত পাদটীকা পরবর্তী গবেষকদের অপরিমিত সাহায্য করবে। ICPR কে ধন্যবাদ একজন অভিনিবিষ্ট গবেষক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে ভিজিটিং অধ্যাপক নিয়োজিত করেছেন।

বস্তুবাদী নাস্তিক রামকৃষ্ণ গ্রন্থের শুরুতে অথবা সমাপ্তিতে মঙ্গলাচরণ করেননি। কেবল বাংলার নাস্তিক্য চর্চার দুই পথিকৃৎ দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে স্মরণ করেছেন; অকৃত্রিম বন্ধু মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা বলেছেন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলেন, ''যে শাস্ত্রের আদিতে মঙ্গল, মধ্যে মঙ্গল ও শেষে মঙ্গল করা হয়, সেই শাস্ত্রের প্রচার হয়, সেই শাস্ত্র যারা অধ্যাপনা করেন তাঁরা শাস্ত্রীয় বিচারে অগ্রণী হন এবং তাঁদের দীর্ঘায়ু লাভ হয়।'' কিন্তু নাস্তিকের গ্রন্থ সমাপ্তির কারণ হিসাবে বলা হবে তাঁরা পূর্বজন্মে মঙ্গলাচরণ করেছিলেন বলেই এই ফল পেয়েছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ তা অবশ্যই মানবেন না; তবে পাঠকেরা তাঁর দীর্ঘ গবেষণার জীবন কামনা করবেন।